খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 16 ❑ 03 July, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পুলিশকে 'কুকুর' বলে কটাক্ষ বিজেপি বিধায়কের

প্রতিনিধি ঃ কলকাতার কসবা ল' কলেজে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে গাইঘাটা থানার সামনে বিজেপির প্রতিবাদ সভা থেকে পুলিশকে পোষা কুকুরের মত বললেন গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। তিনি বলেন, পুলিশ হল পোষা কুকুরের মত আরেকটা পোষা কুকুর। গলায় পাট্টা পরানো আছে। তাদেরকে যখন যা বলবে তাই করছে পুলিশ। যদিও পরে তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় থাকলে পুলিশকে মানুষ আরো খারাপ কথা বলবে। পুলিশের যে অবস্থা করে ছেড়েছে!

এদিন গাইঘাটা ১ নম্বর মন্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে গাইঘাটা বিধানসভার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর এর নেতৃত্বে গাইঘাটা থানার সামনে একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা। সেই বিক্ষোভ সমাবেশের বক্তব্যে পুলিশকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিধায়ক। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে অরাজকতা চলছে, তার থেকে পরিত্রাণ পেতে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সভা শেষে শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে গাইঘাটা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সুব্রত ঠাকুরের মন্তব্যের বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, পুলিশ ছাড়া ওরা এক পা চলতে পারে না। সব রাজ্যের পুলিশ যা কাজ করে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ সে তুলনায় অনেক ভালো কাজ করে। ওরা কুরুচিকর মন্তব্য ছাড়া কিছু বলতে পারেনা। এই ভাষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ওদেরকে পছন্দ করেনা। ২০২৬ এ সব বুঝতে পারবে। পুলিশ জানিয়েছে, সুব্রত ঠাকুরের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কৃতী ছাত্রের সাফল্যে গর্বিত বনগাঁ

রাহুল দেবনাথ ঃ সীমান্তবর্তী শহর বনগাঁ থেকেই কৃতী এই ছাত্রের সাফল্যে যেন আজ গর্বিত গোটা এলাকা। দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ও টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত টাইমস এন্ড সাইন প্রোগ্রামে প্রথম স্থান অধিকার করল বনগাঁর এক বেসরকারি স্কুলের ছাত্র মৈনাক চক্রবর্তী। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটি বনগাঁর মতো প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত হলেও, সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার মান এবং সাফল্যে শহুরে স্কুলগুলির সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিয়ে চলেছে। তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেন মৈনাক। সে CBSE বোর্ডের মাধ্যমিকে ৯৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকের পাশাপাশি NEET পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মৈনাকের বাবা মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী একজন ডাককর্মী এবং মা সুপ্রিয়া চক্রবর্তী স্বাস্থ্যকর্মী। ছেলের এই অসামান্য সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁরাও। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অনন্য কৃতিত্বের জন্য মৈনাককে টাইমস-এর পক্ষ থেকে মেডেল ও বিশেষ সংবর্ধনা পত্রেও সম্মানিত করা হয়।

স্কুলের প্রিন্সিপাল জয়প্রকাশ রাই জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকার নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পড়াশোনার পরিবেশ এবং মানোন্নয়নে তারা সদা সচেষ্ট। মৈনাকের এই প্রাপ্তি তাঁদেরও পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফসল। বিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক মানের প্রযুক্তি সহ নানাভাবে শিক্ষাদান করা হয় ছাত্রছাত্রীদের। ফলে সীমান্ত শহরে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কুল বিশেষভাবে নজর রাখে। এমন একটি সাফল্য শুধু বনগাঁর নয়, গোটা জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে গর্বের বিষয়। মৈনাকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একজন সফল চিকিৎসক হয়ে সমাজের সেবা করা। সীমান্ত এলাকার এই কৃতি ছাত্রের উপর তাই এখন অনেকটাই আশা রাখছে বনগাঁবাসী।

ফের বাংলাদেশের ৯টি পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ

রাহুল দেবনাথ ঃ বাংলাদেশ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। চাপানো হল বড় নিষেধাজ্ঞা। বাংলাদেশের স্থলবন্দর দিয়ে ৯টি পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করল ভারত সরকার। জানা গিয়েছে, কাঁচা পাট, পাটের রোল, পাটের সুতো, বোনা ফ্লেক্স কাপড় ও বিশেষ ধরনের কাপড় সহ ৯ ধরনের পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সম্প্রতি স্থল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে রেডিমেড গার্মেন্টস, পিভিসি, প্যাকেট জাতীয় পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ভারত সরকার। এবার স্থল বন্দর দিয়ে পাট ও পাট জাতীয় পণ্য আমদানির নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। শুক্রবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন ট্রেডের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটের তৈরি কোন জিনিস স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে আমদানি করা যাবে না। একমাত্র মুম্বাইয়ের নবসেবা পোর্টের মাধ্যমে জলপথে তা আমদানি করা যাবে। কেন্দ্রের এই ঘোষণার পরেই শনিবার থেকে দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপোল দিয়ে পাট ও পাটজাতীয় পন্য আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। তবে জলপথে, মুম্বইয়ের নভ সেবা সমুদ্র বন্দর দিয়ে আমদানি করা যাবে। সেক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। জলপথ খোলা রাখা হয়েছে। স্থলবন্দর দিয়ে ভারত হয়ে নেপাল, ভুটানে পণ্য রফতানিতে কোনও বাধা নেই।

শুল্ক দপ্তর জানিয়েছে, শনিবার বাংলাদেশ থেকে কোন পাট ও পাটের তৈরি পণ্য ভর্তি ট্রাক পেট্রাপোলে আসেনি। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, দৈনিক ৬০ থেকে ৭০ টি ট্রাক বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাট জাত পন্য নিয়ে ভারতে আসে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে। বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দরে ১৪ টি ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেগুলি ফিরে যাচ্ছে। ভারতের ব্যবসায়ীরা যারা ইতিমধ্যেই এই পণ্য আনার জন্য বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের অগ্রিম পেমেন্ট করে দিয়েছেন, তারা চিন্তায় রয়েছেন। তবে এর ফলে সীমান্ত বাণিজ্যে আলাদা করে কোনো প্রভাব পড়বে না। কারণ দেশের স্বার্থ আমরা সকলেই আগে দেখব।

পাট ও পাটের পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার ফলে সমস্যায় পড়েছে পেট্রাপোল বন্দরের সাথে যুক্ত একাধিক ব্যবসায়ী ও ব্যবসার সাথে যুক্ত শ্রমিকেরা। কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন মুটে মজদুররা। এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁরা যেন কর্মহীন হয়ে না পড়েন তা দেখার জন্য তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন করলেন।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি, ধৃত অভিযুক্ত

প্রতিনিধি ঃ নাবালিকাকে জোর করে ফাঁকা জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে স্থানীয় এক যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার শ্রীপুর গ্রামে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ বাসুদেব সরকার নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাসুদেব সরকার শ্রীপুরের বাসিন্দা। বছর ১৫ ওই নাবালিকার মামার দাবি, ৩০ জুন সকাল ৯টার সময় তাঁর

তৃতীয় পাতায়...

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল
বিক্রয়, মেরামত ও
মোবাইলের জিনিসপত্র
ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

বিজেপির কেন্দ্রীয় রাজ্য নেতাদের ছবি ঝাঁট দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে গঙ্গাজল দিল মহিলা তৃণমূল, ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতৃত্ব

প্রতিনিধি ঃ ডক্টরস ডে'র কর্মসূচি শেষে বিজেপির কেন্দ্রীয় রাজ্য নেতাদের ছবি রাস্তায় ফেলে ঝাঁট দিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করল মহিলা তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা। মঙ্গলবার দুপুরে বনগাঁ নীলদর্পণ ভবনের সামনে বনগাঁ চাকদা সড়কে মহিলা তৃণমূলের এহেন কর্মসূচির সমালোচনা করল বিজেপি নেতৃত্ব।

মঙ্গলবার ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বনগাঁ সংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বনগাঁ নীলদর্পণ ভবন সংলগ্ন মাঠে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা ঝাঁটা হাতে গঙ্গা জল নিয়ে রাস্তায় উঠে পড়ে। সেখানে দেখা যায় মহিলা কাউন্সিলরগণ সহ অন্যান্য তৃণমূল কর্মীরা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত শাহ, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ একাধিক বিজেপি নেতাদের বিকৃত ছবি রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়। তারপরেই ছবিগুলি ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে রাস্তায় গঙ্গার জল ছিটাতে দেখা যায়।

বনগাঁ পৌরসভার কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেত্রী মৌসুমী চক্রবর্তী বলেন,

তৃতীয় পাতায়...

ইছামতি সংস্কারের দাবি

প্রতিনিধি ঃ ইছামতি নদীর নাব্যতা হারিয়েছে বহুদিন আগেই। পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হয়নি এখনো। গোদের ওপর বিষফোঁড়া কচুরিপানার সমস্যা। সেই পানা নদীতেই শুকিয়ে নদীর তলদেশে জমা হয়। এর ফলে নদী আরো বেশি নাব্যতা হারাচ্ছে।পাশাপাশি দূষিত হচ্ছে নদীর জল। ইছামতি নদীর আশপাশের অঞ্চল সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষক মৎস্যজীবী সহ সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইছামতি সংস্কারের দাবিতে একাধিক সংগঠন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে সোচ্চার হয়েছেন। প্রতিশ্রুতি মিলেছে অনেক কিন্তু বাস্তবে এখনো সংস্কার হয়নি। এবার

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১৬ ❐ ০৩ জুলাই, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

মরণ ফাঁদ চাকদা রোড

বনগাঁ শহর সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গঙ্গাজল প্রকল্পের জন্য বনগাঁ- চাকদা রোডে পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলশ্রুতিতে 'one way' চাকদা রোডের এক পাশের রাস্তা বন্ধ রয়েছে অনেকদিন হল। অথচ কাজের শ্লথগতির জন্য রাস্তার বেহাল দশা। একপাশ দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে সকল যানবাহন সহ পদাতিক যাত্রীদের। যার ফলে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। এমন কী প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটছে মাঝে মধ্যে। তবুও প্রশাসন নির্বিকার! রাস্তার কাজের অগ্রগতি বিশবাঁও জলে! কবে যে শেষ হবে, তার কোন কুলকিনারা নেই। তার উপর গোঁদের উপর বিষ ফোড়ার মতো ফুটপাত দখল করে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের হকারগণ। জীবিকার তাগিদে ফুটপাতেই বিভিন্ন ধরনের স্টল করে বসে পড়েছে। তার মধ্যে আছে আবার ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা। ফুটপাতের উপরেই বালি, পাথর, ইট বোঝাই করে রাস্তা দখল করে রেখেছে। তার ফলে বড় সমস্যায় আছে পদাতিক যাত্রীগণ! রাস্তা মেরামতি শেষ হয়ে কবে যে যাত্রীসহ যানবাহন চলাচলে সুদিন আসবে, সকলেই সেই অপেক্ষায়।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

এই ব্যাপক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেরাই সংগঠিত হতে শুরু করেন এবং দাবি করেন যে, তাদের অক্ষমতার জন্য তাদের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা দায়ী নয়, বরং সমাজের কাঠামোগত বাধা, বৈষম্যমূলক নীতি এবং নেতিবাচক মনোভাবই এর জন্য দায়ী। আন্দোলনকারীরা সমান অধিকার, নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে থাকেন। তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, আইনী লড়াই, এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। অবশেষে ১৯৯৫ সালে ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনের (European Convention on Human Rights - ECHR) ১৪ নং ধারাকে মান্যতা দিয়ে প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়, এই ধারা সরাসরি বৈষম্য নিষিদ্ধ করে।

যুক্তরাজ্যে প্রতিবন্ধী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৪ নং ধারার ভূমিকা এবং তার উপর ভিত্তি করে গৃহীত আইনি পদক্ষেপ হিসাবে, Disability Discrimination Act 1995 (DDA) প্রণয়ন করা হয়। এই আইনটি যুক্তরাজ্যে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্যকে বেআইনি ঘোষণা করে। DDA যে সব ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছিল সেগুলি হল :

কর্মসংস্থান (Employment): নিয়োগ, পদোন্নতি, ছাঁটাই এবং কাজের পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়। প্রতিবন্ধী কর্মীর জন্য কর্মস্থলকে ব্যবহারযোগ্য করা বা কাজের জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা (Education): শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্য করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়।

আবাসন (Premises): বাড়িওয়ালা এবং সম্পত্তি পরিচালকদের উপরও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য না করার এবং প্রয়োজনে যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় করার বাধ্যতামূলক করা হয়। DDA এর পর, ২০১০ সালে ইকুয়ালিটি অ্যাক্ট (Equality Act 2010) প্রণীত হয়, যা যুক্তরাজ্যের বৈষম্য বিরোধী আইনকে আরও শক্তিশালী এবং সংহত করে। এই আইনটি DDA সহ বিভিন্ন বৈষম্য বিরোধী আইনকে একত্রিত করে এবং প্রতিবন্ধিতাকে একটি "সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্য" (protected characteristic) হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

যুক্তরাজ্যের প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন সমাজের দীর্ঘদিনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি সাহসী পদক্ষেপ। "সামাজিক মডেল অফ ডিসঅ্যাবিলিটি" এর ধারণার উপর ভিত্তি করে, আন্দোলনকারীরা সফলভাবে DDA Ges Equality Act-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন। এবার ইতালিতে নারীঅধিকার কীভাবে সুরক্ষিত করা গিয়েছে তার ইতিহাস ফিরে দেখার চেষ্টা করা যাক।

নারীদের ভূমিকা মূলত গৃহস্থালির কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

চলবে...

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

নারায়ণ সাহা ওরফে হারু সাহা হাই তুলে সকালে উঠেছেন। জানলার কাঁচ দিয়ে শ্রীনগরে দূরের পাহাড় দেখতে দেখতে ওখানে হারিয়ে গেছেন। এমন সময় দরজায় খট খট আওয়াজ। হারু বাবু দরজা খুলে দেখেন, একজন বিধ্বস্ত অবস্থায় তার কাছে লুস মোশানের ওষুধ চাইলেন। একটু ইতস্তত হয়ে তিনি বললেন, আপনার বন্ধু ডাক্তারকে বলেননি! বললেন, তুমি সকালে উঠেছো আমি জানি। ডাক্তার বিশ্রাম করছে, তাই তোমার কাছ থেকেই ওষুধ নেব ঠিক করেছি। এমন ওষুধ দাও যাতে আমাকে নিয়ে তোমার ট্যুরে কোন অসুবিধা না হয়। হারু বাবু ৪০ জনের একটা দল এনেছেন কাশ্মীর ভ্রমণে। দল বললে ভুল হবে। একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি। সুখে-দুখে সকলেই সকলের জন্য। পরে ডাক্তার উঠে না ডাকার জন্য মৃদু বকা বকি করে অ্যাডভান্স ওষুধ দিল।

ট্রেনে আসতে আসতে পরিচয় হয়েছিল এক জেঠু-ভাইপোর সঙ্গে। হ্যাট-কোট পরা জেঠুর সঙ্গে ভাইপো। খাওয়ার প্যাকেটগুলি ওদের লাগেজকে বেশ পুষ্ট করেছে। ওরা বারবার খাচ্ছে, আর জেঠু ভাইপো গল্পে হারিয়ে যাচ্ছে। জেঠু ৫০/৫৫ হবে এবং ভাইপো ১১-র। ওদের সময় অতিবাহিত করার জন্য আর কাউকে প্রয়োজন হয় না। দুপুরটা আর যেন শেষ হতে চায় না। বিহারের গরম! বারবার রুমাল ভিজিয়ে এনে মুখে জড়িয়ে বসে থাকলেও, একটি স্টেশন আসতে আসতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। জল গরম, দুপুর তো এত বড় ভাবতেই কষ্ট হয়! মাঝে মাঝেই দেখা করে যাচ্ছে জয়তু। কাকু, কষ্ট হচ্ছে না তো। আসলে স্লিপার রিজার্ভেশন কেউই মানতে চায় না। যে খুশি উঠে পড়তে পারে। ফলে জল একেবারেই শেষ ও বাথরুমে ঢোকা যায় না। জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস ছেড়েছে কলকাতা স্টেশন থেকে। এসি টিকিট অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। এর অবশ্য কারণ আছে। হঠাৎ ভূস্বর্গে আসা ঠিক করেছিলাম। সেদিন একটা মিটিংয়ে ডা: বিপ্লব এসেছিল সাদা পাওয়ার জুতো পরে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, ডাক্তারদের এ জুতোর কী প্রয়োজন হয়! হাঁটার সময় কোথায়। ও বলল, কাশ্মীর যাব তো, সেজন্য হাঁটার অনুশীলন করছি। আমার মাথায় খেলে গেল ভালো ভালো সঙ্গি, তারপর গরমের ছুটি, ভূস্বর্গটা ঘুরেই আসি। হারু বাবুর সঙ্গে ডাক্তার বিপ্লব যোগাযোগ করে নিল। হারুবাবুও গ্রিন সিগন্যাল দিলেন। আমার যাওয়াটা সিওর হলো। দুটো দুপুরের কানফাটা গরম সহ্য করে পরের সকালে জম্মু স্টেশনে আমরা পৌঁছাই। সেখান থেকে টাটা সুমো করে আমরা হোটেল গ্রেস-এ পৌঁছাই।

চলবে...

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একদিন

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

তবুও কুঠিবাড়ির পাশে পুকুরঘাট চারপাশের সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা নির্জনতা মনে এক গভীর প্রশান্তি এনে দেয়। যা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সৃষ্টির উৎস মুখ খুলে দিয়েছিল।

... সমাপ্ত

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

চোদ্দো

সবকিছু ঠিকঠাক নিয়ম মেনে চললেই তবে স্বাভাবিক অবস্থান থাকে। মানুষের জীবন বা সামাজিক ক্রিয়াকর্মে একটু বেগতিক হলেই বড় ধরনের কোনো না কোনও ঘটনা ঘটে যাবে। মাধবপুর গ্রামে তাই হল। শরীরের ধকল সহ্য করে, যে মানুষটা চড়কের মূল সন্ন্যাসী হয়েছিল তাকেই মাধবপুরবাসী হারালো।

চড়ক মিটে যাওয়ার কয়েকদিন পরে ঘটে গেল এক বিপর্যয়। সকলেই হতভম্ব। হঠাৎ দুপুর বেলার দিকে খবর আসলো, ক্ষিতিশ বিশ্বাস আর নেই। বাঁওড়ে ডোঙায় বসে মাছ ধরছিল। আজীবনকাল ওনার মাছ ধরার বড় নেশা। ছোটবেলা থেকে বাঁওড়ের ধারে ধারে ছিপ ফেলে পুটি মাছ ধরা শুরু করেছিল। উঁচু লম্বা ছেলেটার শক্তি ছিল, অল্প বয়সের জেদ ছিল। তখন মাধবপুর গ্রামে স্কুল ছিল না। তাই লেখাপড়া করার কোনও সুযোগ ছিল না। মাঠে যাওয়ার বয়স তখনও হয়নি। সেই সময় থেকেই মাছ ধরা শুরু।

জলাশয়ের কাছে বাড়ি। গভীর সুবৃহৎ জলাশয়। তখনকার মাধবপুর বাঁওড় আরও বড়, আরও গভীর। ছোট বয়স থেকেই মা-বাবার সাথে জলে নেমে দাপাদাপি করতে করতে একদিন বড় সাঁতারুর পরিচিতি হল। স্বচ্ছ জলের তলার রাজ্য নানাভাবে আকর্ষণ করত। কত রকম মাছ খেলে বেড়াত, কত রকমের শ্যাওলা ভেসে বেড়াত জলে। তার আকর্ষণ কী কম! অনেক জল ধারণ করেছে মাধবপুর বাঁওড়। সেই বাঁওড়ের রুপালি ফসল ঘরে তুলতে অনেক অনেক সংঘাত হয়েছে। বাঁওড়ের মাছ ধরার অধিকার পেয়েছিল সভাইপুরের জেলে- পাড়ুই সম্প্রদায়ের লোকেরা। দুই গ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের জল ব্যবহার করার অধিকার থাকল, ছিপ বা ছোট জাল ব্যবহার করে মাছ ধরার অনুমতিও পেয়েছিল। বড় বা ছোট মাছের সম্পূর্ণ অধিকার থাকল জেলে বা পাড়ুইদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির ওপরে।

ছোট মাছ ধরতে ধরতেই ক্ষিতিশ বিশ্বাস এমন চার ফেলা শুরু করল। বড় বড় মাছ এই চারের লোভে আসা ধরল বড়শির আশেপাশে। ক্ষিতিশ বাবু পুটি মাছ ধরা ছিপের আড়ালে হুইল নিয়ে বসা শুরু করল। ফাঁদ পাতা থাকলে যে কোনও প্রাণীকেই সেই ফাঁদে টেনে আনতে পারে। লোভে পড়ে কিছু কিছু বড় মাছ ক্ষিতিশ বাবুর ফেলা বড়শি গিলে ফেলত। ক্ষিতিস বিশ্বাস ডাঙায় তুলে, প্যাকেটে ভরে ছিপ গুটিয়ে নিয়ে ঘরে চলে আসত চুপি চুপি। কেউ যাতে টের না পায়। ঠিক এই ব্যাপারটাই ওনার মৃত্যুর কারণ হল।

খবর হল, 'দানবের মতো একটা বড় মাছ ছিপে ধরা পড়ল। খানিকক্ষণ জলের মধ্যে খেলাধুলো করে বড়শি থেকে ছিটকে পালাল।' এটাই হল একটা বড় আঘাত। উনি ডোঙায় বসে মাছ ধরার ক্ষমতা হারিয়ে, বাড়ি ফিরে হায় হায় করতে লাগলেন। সেই ব্যথা একসময় বুকে চলে আসলো। নিমাই বিশ্বাস দাদাকে একচোখ দেখে নিয়ে নাড়ি টিপে, বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বলল, কার্ডিয়াক অ্যাটাক হয়ে গেছে। কী হবে জানিনা, আমি একটা ইনজেকশন দিচ্ছি। যদি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলেও কী হবে তাও আমি বলতে পারব না। চল চাঁপাবেড়িয়ে দিয়ে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

সে সুযোগ আর হয়নি। নিমাই বিশ্বাস নাড়ি টিপে বসে আছেন। আর সবাই গোছগাছ করছে প্রথমে গরুর গাড়িতে করে ইছামতির ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে নৌকায় করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। হসপিটালে হৃদরোগের চিকিৎসার কোনরকম পরিষেবা নেই। কেবলমাত্র আছে ২-১ জন ভালো ডাক্তার বাবু। সেখানে দেখালে তাও মানুষটাকে চিকিৎসা করার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে বলা যাবে। সকলে ব্যস্ত হয়ে গোছগাছ করছে। ঠিক সেই সময় নিমাই বিশ্বাস হতাশার স্বরে বলে উঠল, " আর দাদাকে নিয়ে হসপিটালে যাওয়া যাবে না। উনি আর নেই। আমার হাতের ডেথ সার্টিফিকেট নিবে বলেই এটা হল।"

চারিদিকে একটা কান্নার রোল উঠল। এক ছেলে- বৌমা, ছয় কন্যা রেখে গেলেন। পিতা হারা ছেলে, স্বামী হারা স্ত্রী দুজনেই শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। একমাত্র বৌমা আর কিছু আত্মীয় পরিজন কান্নাকাটি করছে। এখনও ক্ষিতিশ বিশ্বাসের মেয়েরা এই সংবাদ পায়নি। তবে একজন সাইকেল নিয়ে আগে আগে বনগাঁয় চলে গিয়েছে। সবাইকে হসপিটালে গিয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য বলতে। সাইকেল আরোহীও মৃত্যু সংবাদ জানেনা।

'মৃত্যুর অভিঘাতে মানুষ শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। পুত্র আর স্ত্রীর সেই

চলবে...

মধুসূদনকাটি সমবায়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্ত দিলেন ৭০ জন

সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ জুন জেলা তথা রাজ্যের সেরা এবং জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে সমিতি কর্তৃপক্ষ বিগত বছরের মতো এবারও এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন।

প্রতিষ্ঠা দিবসের সকালে সমিতি অঙ্গনে সংগঠনের সপ্তরঙা পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত নানা কর্মসূচীর সূচনা করেন সমিতির সভাপতি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী কালিপদ সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্পাদক দেবাশিষ বিশ্বাস, সমিতির সদস্য মিলন কান্তি সাহা, হারান মণ্ডল, সুজিত মণ্ডল, স্বপন ঘোষ সহ সমবেত সদস্য ও কর্মীগণ সকলে শহীদ বেদীতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য মিলনকান্তি সাহা জানান, সমিতি আয়োজিত এদিনের ২৯ তম রক্তদান শিবিরে ২৯ জন মহিলা সহ মোট ৭০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বনগ্রাম জে. আর. ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্ল্যাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ জি পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মীগণ রক্ত সংগ্রহ করেন। এদিনের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরকে ঘিরে রক্তদাতা ও সমিতির সদস্য ও কর্মীবৃন্দের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এলেকার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন প্রতিষ্ঠা দিবসে সমিতির এই মহতী ও মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বাস্থ্য শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ পয়লা জুলাই ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস্দস সারা দেশের সাথে চাঁদপাড়া শাখাতেও মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। শাখা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ব্যাঙ্ক ভবন নানা রঙের বেলুন ও আলোকমালায় সাজানো হয়।

এদিন ব্যাঙ্কে আগত সমস্ত গ্রাহকগণকে ব্যাঙ্কের আধিকারিক ও কর্মীগণ স্বাগত জানান। সকলকেই কফি ও বিস্কিটে আপ্যায়িত করা হয়। সেই সঙ্গে গ্রাহকগণের হাতে লজেন্স ও পেন তুলে দেওয়া হয়।

জাতীয় চিকিৎসক দিবস ও ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এবার চাঁদপাড়া শাখা কর্তৃপক্ষ বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে আগত গ্রাহকগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। বিনা মূল্যে রক্ত, সুগার, প্রেসার এবং চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। চিকিসৎসকগণ শিবিরে আগত গ্রাহকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেন। এদিন ব্যাঙ্কে আসা গ্রাহকগণ জন্মদিনে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

নকস্যায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত নাট্য কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল

গোবরডাঙ্গার সংস্কৃতি কেন্দ্রের এক্সপেরিমেন্টাল স্পেসে গত ১৭-২০ জুন অনুষ্ঠিত নাট্যকর্মশালায় ২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষনার্থীগণ ৪ দিনের এই নাট্যকর্মশালায় প্রশিক্ষক বিশিষ্ট নাট্য পরিচালকের নিকট থেকে আধুনিক থিয়েটারকে বুঝালেন, শিখলেন এবং হাতে কলমে লিখে নিজেরাই নাটক তৈরী করলেন। কর্মশালায় নাটকের বিভিন্ন বিষয়গুলি রপ্ত করে নিজ নিজ সংস্থায় ফিরে গেলেন এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। প্রশিক্ষক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অশিষ দাস বলেন, প্রশিক্ষনার্থী নাট্যকর্মীগণের এই অভিজ্ঞতা আগামী দিনে থিয়েটার এবং সেই সঙ্গে তাঁদের নাট্যদলকেও সমৃদ্ধ করবে। কর্মশালার শেষ দিনে সমবেত নাট্য প্রশিক্ষনার্থীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সমাজকর্মী আনন্দ সরকার প্রয়াত

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার দেবীপুরের বাসিন্দা আনন্দ কুমার সরকার গত ২১ জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। জনদরদি, মিশুকে, সরল ও নম্র স্বভাবের মানুষ আনন্দবাবুর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু মানুষ তাকে শেষ দেখা দেখতে আসেন।

আনন্দবাবু দীর্ঘ দিন পশ্চিমবঙ্গ এম আর ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের জেলা ও রাজ্য কমিটির সদস্য পদে থেকে নানা সমস্যার সমাধান করেছেন। মৃত্যুকালেও তিনি সংগঠনের জেল্য ও রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। পুত্র সুদীপ জানান, বাবা বিগত বছর দুই যাবৎ অসুস্থ ছিলেন, ঘরেই থাকতেন।

সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতা আনন্দবাবুর প্রয়াণ সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন গাইঘাটা থানা কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মৃধা, অন্যতম নেতৃত্ব মিজানুর রহমান সহ জেলা ও রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ,খবর পেয়ে ছুটে আসেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, সমাজকর্মী শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস ও সমীর হাজরা (বাপী) প্রমুখ। সকলেই তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন। রাতে বহু মানুষের উপস্থিতিতে বনগাঁ খয়রামারী শ্মশানের বিদ্যুৎ চুল্লিতে প্রয়াত আনন্দবাবুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সেবার সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত হলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব

সংবাদদাতা ঃ জন্মমাসে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণে ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে গত ২৮ জুন শুরু হয় গোবরডাঙ্গার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৬৭তম সাহিত্য সভা। বার্ষিয়ান সংবাদিক সরোজ চক্রবর্তীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিমল রঞ্জন সরকার।

স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সমিতির পরিচালনায় বছর ভর নানা সেবামূলক কাজকর্ম এবং সেই সঙ্গে কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, প্রতাপ মোহন চট্টোপাধ্যায় ও বরুণ হালদার। জেলার বিভিন্ন থেকে আসা কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবি মোহিতলাল মজুমদারের কালবৈশাখী কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান বাসন্তি দেবনাথ, জীবনমুখী গান গেয়ে শোনান কবি ও গীতিকার অমল মণ্ডল, কবিতা পাঠ করেন বর্ষিয়ান কবি নীলাদ্রী বিশ্বাস। গুণীজন সংবর্ধনায় এদিন নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ রায় চৌধুরীকে সেবা সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমিতির পক্ষ থেকে হিমাদ্রী গোমস্তা, সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার ও বিশিষ্ট সেবিকা প্রতিমা চক্রবর্তী পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র, ছাতা, পেন, পুস্তক ও স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। মানপত্র পাঠ করে শোনান সেবার অন্যতম সেবিকা শ্যামলী দেবনাথ। বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা ও পরিচালক প্রদীপবাবুর হাতে নিজের লেখা

কবিতাটির বই তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট কবি কেয়া দেবনাথ, বিধান চন্দ্র মণ্ডল ও ড. অরুণ অধিকারী।

সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত প্রদীপবাবু বলেন, শৈশবে যিনি তাঁকে নাটকে অভিনয় করার জন্য নিয়ে আসেন এবং প্রশিক্ষণ দেন, গ্রামের সেই নাট্যগুরু কার্তিক বাবুকে স্মরণ করে তাঁর অভিনয় শিক্ষা ও দীর্ঘ নাট্যাভিনয় জীবনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার শ্রী রায়চৌধুরীর কণ্ঠে এদিন জীবনানন্দ দাসের বনলতা সেন কবিতাটি আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করে। বিশিষ্ট কবি ও গায়ক প্রবীর হালদারের সুচারু পরিচালনায় এদিনের সাহিত্য সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বর্ণমালার বিশ্ব যোগ দিবস পালন

সংবাদদাতা ঃ গত ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করেন ঠাকুরনগরের অন্যতম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বর্ণমালার সদস্যগণ। এদিন সংস্থার শতাধিক সদস্য বর্ণমালা অঙ্গনে সমবেত হয়ে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

বর্ণমালা আয়োজিত এদিনের যোগ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য ও সদস্যাগণ যোগ চর্চা এবং বিভিন্ন যোগাসন প্রদর্শন করেন। জাতীয় যোগ প্রশিক্ষক গণেশ পালের নেতৃত্বে শ'খানেক শিক্ষার্থী এদিনের যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষক শ্রী পাল সহ উপস্থিত বিশিষ্টজন নিয়মিত যোগ চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

বর্ণমালার প্রানপুরুষ ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ বলেন, নাট্য কর্মীদের অবশ্যই নিয়মিত যোগচর্চা করা আবশ্যক। যোগাসন শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে বেং দেহ ও মন সুস্থ্য রাখে। এজন্য প্রতিদিন ধ্যান ও প্রানায়াম করা বাঞ্চনীয়। অন্যতম সংগঠক সুমন, সুজন, বাবলি, প্রিয়াংকা ওনীলাঞ্জনা প্রমুখের আন্তরিক প্রয়াসে বর্ণমালা আয়োজিত এদিনের বিশ্বযোগ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সমগ্র কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করে।

ইছামতি সংস্কারের দাবি

প্রথমপাতার পর...

ইছামতি সংস্কারের দাবি নিয়ে রিলে পদ্ধতিতে পদযাত্রা শুরু করল সারা ভারত কৃষক সভার সদস্যরা। শনিবার বনগাঁ নীল দর্পন ভবনের সামনে থেকে সুসজ্জিত ট্যাবলো, প্লাকার্ড নিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়।

তারা জানিয়েছেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জনগণ এবার ইছামতি নদী সংস্কারের দাবিতে রিলে পদ্ধতিতে বনগাঁ থেকে বারাসাত পর্যন্ত রিলে পদযাত্রা। বনগাঁ থেকে হাবরা হয়ে বারাসাত পর্যন্ত যাবে। এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বাম নেতৃত্ব। নদী সংস্কারের দাবি নিয়ে তারা কেউ গাইলেন গান, কেউ বললেন কবিতা। সিপিএম নেতা পঙ্কজ ঘোষ, সুমিত কর'রা বলেন, 'বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতি মিলেছে। নদী সংস্কার হয়নি এখনো। তাই সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে কৃষক মৎস্যজীবী ও গ্রামের মানুষের স্বার্থে আমরা ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করলাম।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বনগাঁ মহকুমা এলাকায় ইছামতি নদী প্রায় ৮৫ কিলোমিটার। নদীর বেশিরভাগ অংশই মজে গিয়েছে। কচুরিপানার পাশাপাশি গজিয়ে উঠেছে কচুবন। তাদের কথায়, স্রোতস্বিনীশতশ্রেনী নদীকে অবহেলায় মেরে ফেলা হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কারোর হুশ নেই।

বিজেপির কেন্দ্রীয় রাজ্য নেতাদের ছবি ঝাঁট দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার

প্রথমপাতার পর...

সামনে ২০২৬ এ ভোটের কথা মাথায় রেখে কিছু সম্প্রদায়িক মানুষ যারা বাংলার কৃষ্টি ও কালচারকে নষ্ট করছে, তাদেরকে এইভাবে 'মার ঝাঁট মার' গানের মধ্য দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিদায় করলাম এবং গঙ্গা জল দিয়ে পবিত্র করলাম। তৃণমূলের এহেন কাণ্ডের প্রতিবাদে চরম ক্ষোভ জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, তৃণমূল মানেই নিম্ন রুচী। ওরা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ একাধিক মন্ত্রীর ছবি বিকৃত করে সেগুলি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছে। যেমন রুচি তেমন কাজ। ২০২৬-এ মানুষ ওদের ঝেঁটিয়ে পরিস্কার করে দেবে।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি

প্রথমপাতার পর...

নাবালিকা ভাগ্নিকে রাস্তায় একা পেয়ে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওই সময় নাবালিকা চিৎকার শুরু করে। তার হাতে থাকা কাঁচি দিয়ে বাসুদেবকে আঘাত করলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সে। পরিবারের অভিযোগ, এই ঘটনার আগেও একাধিকবার অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই নাবালিকাকে অশালীন প্রস্তাব দিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, পকসো আইনের ধারা অনুযায়ী অভিযোগ রুজু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার বনগাঁ মহাকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

প্রধান শিক্ষক প্রভাষ চন্দ্র বিশ্বাসের বিদায় সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিক্ষাব্রতী শ্রেয়া মণ্ডলের কণ্ঠে অঞ্জলি লহ মোর সংগীতের মধ্য দিয়ে গত ৩০ জুন মধ্যাহ্নে মহাসমারোহে শুরু হয় গাইঘাটা পূর্বচক্রের ঝাউডাঙা কলোনী আর পি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভাষ চন্দ্র বিশ্বাসের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় ঝাউডাঙা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিরঞ্জন রায়, পার্শ্ববর্তী সবাইপুর হাই

স্কুলের প্রধান শিক্ষক রুইদাস কবিরাজ। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক সুশীল রায়, উজ্জ্বলনাথ, শিক্ষানুরাগী অসীম বিশ্বাস, রঞ্জিত বিশ্বাস, ডাঃ শ্যাম সুন্দর উপাধ্যায় ও বিদায়ী শিক্ষক প্রভাষ বাবুর জামাতা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রহ্লাদ অধিকারী, গ্রামবাসী মনোরঞ্জন ঘোষ, কৃষ্ণ গাইন, ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রাম শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ঝুনু মজুমদার প্রমুখ। বিদ্যালয়ের বিদায়ী প্রধান শিক্ষক প্রভাষ বাবুর দীর্ঘ ১৫ বছরের সহ কর্মী শিক্ষক শিক্ষিকা ও কচিকাঁচা শিক্ষার্থীগণ অশ্রুসজল নেত্রে ও নানা উপহারে তাদের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক প্রভাষবাবুকে বিদায় অর্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও পুষ্পস্তবক ও নানা উপহার প্রদানে বিদায়ী শিক্ষক শ্রী বিশ্বাসের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বিদ্যালয়ে রান্নার কাজে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা, বন্ধন ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার প্রবন্ধক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। স্বাস্থ্যকর্মী সোনালী দাস বিদায়ী শিক্ষকের হাতে আঁকা প্রতিকৃতি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সেই সঙ্গে উপস্থিত সকলেই বিদায়ী শিক্ষক প্রভাষ বাবুর অবসর জীবনের সুখ-শান্তি ও সুস্থ্যতা কামনা করেন, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরাও এসে তাঁদের শিক্ষা জীবনের প্রিয় স্যারকে শ্রদ্ধা জানান। বিদায় অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়ারা সংগীত, নৃত্য এবং কথায়-কবিতায় বিদায়ী শিক্ষক প্রভাষবাবুকে শ্রদ্ধা জানান। প্রাঞ্জল ভাষায়, মনোজ্ঞ ভাষায়, মনোজ্ঞ ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক শোভন মণ্ডল, বিদ্যালয়ের ছাত্রী পৌলমী বৈরাগীর কণ্ঠে বিদায়ের কবিতা, তৃতীয় শ্রেনির ছাত্রী সমৃদ্ধা ঘোষের গাওয়া মনোজ্ঞ সংগীত ও প্রাক্তন ছাত্রী সায়ন্তী হালদারের গাওয়া গান ও বিপ্লব মজুমদারের সুচারু পরিচালনায় দায়িত্বশীল বিদায়ী প্রধান শিক্ষক প্রভাষ বাবুর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অসহায় ও অভুক্তদের পাশে নীল আকাশ

নীরেশ ভৌমিক ঃ দুস্থ অসহায় ও নিরন্ন মানুষজনের স্বার্থে কাজ করে চলেছে চাঁদপাড়ার নব গঠিত নীল আকাশ সংস্থার সদস্যগণ বনগাঁ বারাসাতের পর গত শুক্রবার নীল আকাশ স্বেচ্ছা সেবি সংস্থার সদস্যগণ কিছু খাবার নিয়ে হাবড়ায় আসেন। এদিন তাঁর হাবড়া রেলষ্টেশন এলেকায় ভবঘুরে ও অসহায় নিরন্ন মানুষজনের হাতে রান্না করা খাবার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সংস্থার সদস্যগণ জনান, এদিন তাঁরা ৬০ জন অভুক্ত দুস্থ মানুষজনের হাতে খাবার তুলে দিয়েছেন।

সংস্থা সূত্রে জানা যায়, ইতি পূর্বে নীল আকাশ স্বেচ্ছা সেবি প্রতিষ্ঠানের তরুণ সদস্যগণ প্রচণ্ড দাবদাহের সম্য চাঁদপাড়র ৩৫ নং জাতীয় সড়ক যশোহর রোডের পাশে শিবির করে পথচলতি সাধারন মানুষজন এবং সেই বিভিন্ন যানবাহনের চালক ও যাত্রীদের হাতে ঠান্ডা পানীয় জল ও ফল তুলে দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সংস্থার সকল সদস্যরা এলেকার পরিবেশকে স্বচ্ছ নির্মল ও সুন্দর করে তুলতে প্রচুর পরিমানে বৃক্ষ রোপনের আহ্বান জানিয়ে এলেকাবাসীর হাতে বৃক্ষ চারা তুলে দিয়েছেন এবং নিজেরাও এলেকার বিভিন্ন সড়কের ধারে এবং নিজেরাও গাছের চারা রোপন করেছেন। এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন নীল আকাশ সংস্থার এই মহতী ও মানবিক উদ্যোগ সমূহকে স্বাগত জানান।

ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের মূকাভিনয় উৎসব

সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ১১ জিনের কর্মশালা শেষে গত ২৯ জুন গোবরডাঙার নকসা পরিচালিত সংস্কৃতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স আয়োজিত মূকাভিনয় ও নাটকের উৎসব ২০২৫।

মঙ্গলদীপ প্রজ্জোলন নাট্য আকাডেমির অর্থানুকুল্যে আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস দাস, ছিলেন বিশিষ্ট মূকাভিনেতা নিখিল মণ্ডল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সোমা মজুমদার, দীপান্বিতা দাস ও বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক বিকাশ বিশ্বাস। থিয়েট্রিক্সের কর্ণধার স্বনামখ্যাত মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে মূকাভিনয় ও নাটক সহ সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স তথা জগদীশ ঘরামীর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী সকল শিক্ষার্থীগণের। খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি পরিবেশিত পুতুল নাটক এবং

ঠাকুরনগর সৃজন এর মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে।

এছাড়াও ছিল গোবরডাঙা কথা প্রসঙ্গ প্রযোজিত, মনোজ্ঞ মিত্র বিরচিত মঞ্চসফল নাটক 'গন্ধজালে' এবং বনগাঁর গোবরাপুর সংবৃত্তির নতুন নাটক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কবিতা অবলম্বনে সকলের ভালো লাগার নাটক 'দুই বিঘা জমি' নাটকের কচিকাঁচা কুশীলবগণের অভিনয় সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

দেশের গর্ব বাগদার ছেলে সুজিত মন্ডল

রাহুল দেবনাথ ঃ সেশেলসের স্বাধীনতা দিবসে ডেয়ারডেভিল টিমে বাংলার গর্ব, বাগদার ছেলে হাবিলদার সুজিত মন্ডল। পূর্ব আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্র সেশেলসের ৪৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কপস্ অফ সিঙ্গেল ডেয়ার ডেভিলস্ মোটরসাইকেল রাইডার টিম -এর হয়ে ৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ছিলেন জেলার ছেলে হাবিলদার সুজিত মন্ডলও। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের বারাণসীপুর গ্রামের বাসিন্দা।

মোটরসাইকেল স্টান্টের মাধ্যমে বিশেষ সাহসিকতা, দক্ষতা এবং নিয়ন্ত্রণের নিদর্শন দেখান সুজিত সহ তাঁর দল। ভারতের তিরঙ্গা পতাকা নিয়ে যখন তাঁরা একের পর এক নজর কাড়া বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট দেখান, তখন হাততালিতে ফেটে পড়ে বিদেশের দর্শক মহল। সেশেলসের স্বাধীনতা দিবসের এই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা একান্ত গর্বের বিষয় বলেই মনে করেন সুজিত সহ ভারতীয় প্রতিনিধি দল। হাবিলদার সুজিত মন্ডলের এই কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত তাঁর গ্রামের মানুষ থেকে শুরু করে পরিবার, গ্রামের মানুষজন সহ গোটা এলাকা। প্রতিবেশীরা জানান, আমাদের বারাণসীপুরের ছেলে সারা বিশ্বের সামনে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে, এটা ভাবতেই গর্ব হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'ডেয়ারডেভিলস' দল দেশের অন্যতম অভিজাত এবং প্রশিক্ষিত মোটরসাইকেল স্টান্ট টিম। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে এর আগেও তাঁরা ভারতের পতাকা উড়িয়েছেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**